ইন্টারভিউ ট্র্যাপ নিজেকে বাঁচাবেন কিভাবে

শামীম ফেরদৌস

দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ ১১ জানুয়ারি ১৯৯৯

লেখাপড়া শেষ করেছেন। এখন একটা চাকরী খুবই দরকার। একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি থেকে চাকরির ইন্টারভিউ কার্ডও পেয়েছেন যথাসময়ে। মৌখিক পরীক্ষা মানেই অনেকের কাছে এক ধরনের ভীতি। তাই আপনাকে আগেই জেনে যেতে হবে পরিস্থিতির মোকাবিলা কিভাবে করবেন। কিভাবে দাঁড়াবেন পরীক্ষকের মুখোমুখি। জবাব দেবেন কোন কৌশলে। ইন্টারভিউর ফাঁদটি টপকে সঠিক চাকরিটি জিতে নেওয়ার কৌশল এখানে বর্ণনা করা হলো-

যখন ঠিকঠাক প্রস্তুতি নেই

একটি চাকরির জন্য কিছু মৌখিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হয়। নানা ধরনের প্রশ্নের জন্য পুরোপুরি তৈরি না হলেও কিছু সম্ভ্যাব্য প্রশ্নের উত্তর আগে থেকেই মাথায় গুছিয়ে রাখতে হয়। কোথায় চাকরী করতে আসছেন অর্থ্যাৎ নির্দিষ্ট কোম্পানি সম্পর্কে প্রার্থীর মোটামুটি একটি ধারণা থাকা দরকার। কতগুলো মামুলী প্রশ্নতো হতেই পারে। যেমন আপনি কেন এই কাজে যোগ দিতে চাইছেন? কিংবা আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতা এ কাজে আপনাকে কতটা সাহায্য করবে? অথবা ধরুন আপনি সেলসের কাজ করতেন। আপনি এখন তা বাদ দিয়ে টিচারের কাজে যোগ দিতে চাইছেন। এ ক্ষেত্রে আগের চাকরী বাদ দেয়া এবং নতুন চাকরীতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আপনাকে একটা গ্রহনযোগ্য যুক্তি দাঁড় করাতে হবে। অন্তত ইন্টারভিউ বোর্ডের কাছে যেন যথার্থ কারণ দেখাতে পারেন। এতো গেল সম্ভ্যাব্য প্রশ্ন সংক্রান্ত কিছু মামুলি বিষয়। এরপরেও প্রার্থীকে অবশ্যই ফাইলপত্র গুছিয়ে নিয়ে, বিশেষ বিশেষ কাগজে পিনআপ করে প্রশ্নকর্তার সম্মুখীন হওয়া দরকার। এমনভাবে প্রস্তুত হয়ে আসতে হবে যাতে প্রশ্নকর্তা বলামাত্র প্রার্থী যেন নির্দিষ্ট জিনিসটি দেখাতে পারেন। সেই বিশেষ মুহূর্তে প্রার্থীকে যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে না হয় যে, কোথায় মার্কশিটের কপি কিংবা ক্যারেক্টর সার্টিফিকেটের অরিজিন্যাল।

ম্লান উপস্থিতি

আপনাকে যে সুদর্শন হতে হবে এটা ভাবা একেবারেই ভুল। ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য যে খুব দামী জামা কাপড় কিংবা বিউটিপার্লার থেকে চুলের সেটিং করা দরকার এসব যারা ভাবেন তারা ভুলের পৃথীবিতে বসবাস করেন। কোন পদের জন্য দরখাস্ত করেছেন তা দেখে সে মতো পরিছন্ন, রুচিসম্মত পোশাকে আসুন। চুল যেন পরিপাটি থাকে। এক্সিকিউটিভ র‍্যাংক হলে ছেলেদের ক্ষেত্রে টাই পরাটাই শোভনীয়। তেমনি মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিপাটি করে তাঁতের শাড়িই বাঞ্ছনীয়। এক ঝলকে আপনার চেহারার মধ্যে যেন সপ্রভিত ভাব ফুটে উঠে।

যখন আপনি মনোযোগী নন

নিয়োগকর্তার প্রশ্নের প্রতি ঠিকমতো মনোনিবেশ না করা ইন্টারভিউয়ে ব্যর্থতার একটি বড় কারণ। প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই যদি বলতে শুরু করেন কিংবা অন্যমনস্কতার জন্য যদি পূনরায় প্রশ্নটি বলার আবেদন জানান, সে ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। আর এ জন্য যে আপনার অন্যমনস্কতাই দায়ী সে কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে ? আপনার মনোযোগের অভাবই আপনার ভুল উত্তর দেয়ার পথটিকে আরও প্রশস্ত করে দেবে। আপনাকে এতটা তৈরী থাকতে হবে যেন প্রশ্ন শুনতে শুনতেই উত্তর তৈরী হয়ে যায়।

নিজেকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা

প্রশ্নকর্তা একবার দেখেই বুঝতে পারেন প্রার্থীকে কি ধরণের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে আর কোনটা পারবে না। তা জানার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তাঁদের মধ্যে কাজেই ইন্টারভিউ দিতে যিনি আসছেন তিনি যেন প্রথমেই বলে দেন কি কি পারবেন, আর কি কি পারবেন না। কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য প্রার্থীর থেকে তিনি যে অনেক বেশি দক্ষ সেই সংগে সেটাও জানাবেন।

নেতিবাচক কোন উত্তর দেবেন না

আপনাকে যেমনই প্রশ্ন করা হোক না কেন নেগেটিভ সেন্সে কোন উত্তর দেবেন না। হয়ত এমন প্রশ্ন করা হলো যে সুন্দর করে গুছিয়ে বলার মতো ক্ষমতা আপনার নেই। কিংবা সঠিক উত্তর হয়ত আপনি জানেন না। সে সেত্রেও সরাসরি না কখনই বলবেন না। চাকরি তারাই পায় যাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর সদর্থক।

কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন

ব্যক্তিগত প্রশ্ন অনেক কিছুই হতে পারে। যেমন ধরুন বিয়ে করছেন কবে ? নিশ্চয়ই বাচ্চা হলে চাকরি ছেড়ে দেবেন ? বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি করা হতে পারে। অনেক মেয়েই এই ধরণের প্রশ্নকে উদ্দেশ্যপূর্ণ মনে করে চাকরির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু তা আদৌ ঠিক নয়। নেহায়তই কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় তাই এসব অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্নই করতে পারেন তাঁরা। যেমন আপনার স্বামী কি করেন, ছুটির পর বাড়ি যাওয়ার কি তাড়া আছে ? এ ধরণের অনেক প্রশ্নই করে থাকেন প্রশ্নকর্তা, সুতরাং এসব প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোন রকম বিভ্রান্ত না হওয়াই হবে সমীচীন।

অল্প কথায় সঠিক প্রসঙ্গটি তুলে ধরুন

বেশি সাজিয়ে গুছিয়ে বলার ক্যাপাসিটি প্রার্থীকে অনেক সময় যেন আরও বেশি বোকা বানিয়ে দেয়। নিজেকে দারুন দক্ষ আর জ্ঞানী বলে যে মিথ্যে দম্ভ আপনার আছে এখনই তা পরীক্ষিত হওয়ার সময়। আর তেমন বিচক্ষণ প্রশ্নকর্তা হলে প্রার্থীর জ্ঞান ভান্ডারের বিস্তৃতি সহজেই ধরা পড়বে। কিছু সুপরিকল্পিত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মধ্যে দিয়ে সামান্য কিছু মিথ্যা বলা বা বাড়িয়ে বলার মধ্য দিয়ে আপনার অনেক কিছু ভাল গুণ চাপা পড়ে যাবে। যার ফলস্বরূপ চাকরি তো পাবেনই না, উপরন্তু আপনার সম্মানে আঘাত লাগবে।

বিকৃত উচ্চারণ যখন বিঘ্ন ঘটায়

প্রার্থীর বিকৃত উচ্চারণ কিংবা অস্পষ্টভাবে কোন শব্দের উচ্চারণ, প্রশ্ন কর্তার কাছে তো ঠিকমতো পৌছেই না উপরন্তু প্রার্থী হয়ত প্রশ্নের উত্তর এক মনে করে উত্তর দিলেন আর প্রশ্নকর্তার কাছে তা মানে উল্টা হয়ে গেল শুধুমাত্র বিকৃতভাবে উচ্চারণের জন্য। ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে হয়ত হঠাৎই বাইরে যাওয়া আপনার জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে। সে ক্ষেত্রে প্রার্থী হিসাবে আপনার উসখুস ভাব, ছটফটানি প্রশ্নকর্তার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সমানভাবে মনোযোগ দিন

ইন্টারভিউ কক্ষে একজনের বেশি প্রশ্নকর্তা হলে যিনি প্রশ্ন করেন তাঁর দিকে তাকানো ছাড়াও মাঝে মাঝে সকলের দিকে তাকিয়ে যেন প্রার্থী একটি প্রশ্নের জবাব দেন। যিনি প্রশ্ন করছেন শুধু তিনি নয়, বাকি সকলকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। প্রশ্নকর্তা আশা করেন প্রার্থী সামান্য হেসে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবেন।